29 APR 2017

## ছাত্রলীগ করাই চাকরি পাওয়ার একমাত্র যোগ্যতা

# পরীক্ষা পড়াশোনা বন্ধ করে ছাত্রলীগ করুন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বিশেষ কর্মকর্তার পদ তৈরি করে এবং নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই ছাত্রলীগের ১২ জন নেতাকে নিয়োগ দিয়েছেন উপাচার্য মীজানুর রহমান। এই ১২ জনের মধ্যে দু'জন সাবেক কেন্দ্রীয় নেতা, অন্যরা এই বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতাকর্মী। গত ১৯ মার্চ উপাচার্যের আগের মেয়াদ শেষ হওয়ার এক মাস আগে ফেব্রুয়ারিতে অস্থায়ীভাবে ও চুক্তিভিত্তিক এই ১২ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়। এই নিয়োগ দেয়া হয়েছে কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগের ওপর বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে। এ নিয়ে গত বৃহস্পতিবার সহযোগী দৈনিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

উপাচার্য মীজানুর রহমান গণমাধ্যমকে বলেছেন, ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের আমি চাকরি দিতে বাধ্য। নিয়োগপ্রাপ্ত ওই ১২ জন কঠোর পরিশ্রমী নেতাকর্মী ছিলেন। এর মধ্যে দু'জন গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার বাসিন্দা। এটাই তাদের বড় পরিচয়। তিনি আরও বলেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ ছাত্র বা চাকরিপ্রার্থী বলতে কিছু নেই। এখানে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরাই চাকরি পাবেন। এটাই তাদের বিশেষ যোগ্যতা।

এর আগেও একজন বলেছিলেন যে, ছাত্রলীগ করলেই বা ছাত্রলীগের নেতাকর্মী হলেই চাকরি দেয়া হবে। এখন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্বয়ং এ কথা বললেন। তাতে মনে হয় যে, যোগ্যতা থাকুক আর নাই থাকুক ছাত্রলীগ করলেই চাকরি পাওয়া যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপাচার্যের কথা এরকম হতে পারে না। জানা গেছে, এই উপাচার্য এক সময় আওয়ামী যুবলীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। বর্তমানে তিনি কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য। দলীয় লোক বলেই তিনি এ কাজ করার দুঃসাহস পেয়েছেন। দেশের অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে এমন নিয়ম-নীতি নেই। কিন্তু তার প্রতিষ্ঠানের এমন নিয়ম-নীতি প্রতিষ্ঠা তিনি কিভাবে করলেন সেটাই প্রশ্ন।

তিনি শুধু নিয়োগ দেয়ার নিয়ম-নীতি এবং বিধি লঙ্ঘনই করেননি, সেই সঙ্গে ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্যও দিয়েছেন। গত ২০ ডিসেম্বর এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা দেয় ইউজিসি, যা এখনো বহাল। তা সত্ত্বেও তিনি দলীয় লোক নিয়োগ দিয়ে বেআইনি কাজ করছেন।

এ ধরনের বক্তব্যের পরও উপাচার্য পদে থাকার নৈতিক অধিকার তার আছে বলে আমরা মনে করি না। আমরা মনে করি তার স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করা উচিত। আর যদি তিনি পদত্যাগ না করেন তাহলে তাকে উপাচার্যের পদ থেকে অপসারণ করতে হবে। নিয়োগবিধি মেনে নতুন করে উপাচার্য নিয়োগ দিতে হবে। সেই সঙ্গে ছাত্রলীগের যে ১২ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে, তাদের নিয়োগ বাতিল করে, নিয়োগবিধি অনুযায়ী দক্ষ ও যোগ্য লোক নিয়োগ দিতে হবে।